কবিতা

মমতা ব্যানার্জী

কবিতা

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

KABITA
by MAMATA BANERJEE
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13, Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241-2330/2219-7920 Fax : (033) 2219-2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
Rs. 60.00

প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা, জানুয়ারি, ২০১২, মাঘ ১৪১৮

প্রচ্ছদ ঃ মমতা ব্যানার্জী

৬০ টাকা

প্রকাশক ঃ সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-সংস্থাপনা ঃ শুভাশীষ দাস
৬৩, সূর্য্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক ঃ সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

কবিতা তুমি
কবিতায় উৎসর্গ

তারিখ উল্লিখিত কবিতাগুলি সাম্প্রতিক রচনা।
অন্য কবিতাগুলি অনেক বছর আগের লেখা, প্রকাশিত হয়নি।

লেখিকার অন্যান্য বই

উপলব্ধি
জনতার দরবার
মা
জন্মাইনি
তৃণমূল
পল্লবী
মানবিক
অবিশ্বাস্য
ক্রোকোডাইল আইল্যান্ড
অশুভ সংকেত
অনুভূতি
একান্তে
শিশুসাথী
আজব ছড়া
সরণী
জাগো বাংলা
গণতন্ত্রের লজ্জা
লাঙল
অনশন কেন?
মা-মাটি-মানুষ
আন্দোলনের কথা
নন্দী মা
নেতাই
চলো যাই
Slaughter of Democracy
Motherland
Struggle for Existence
Dark Horizon
Smile

সূচিপত্র

কবিতা	৯
সৈকত	১০
উৎসব	১১
সমুদ্রতট	১২
মাপবে	১৩
আভিজাত্য	১৪
ধূলিকণা	১৬
দর	১৭
সম্পদ	২০
কুটির	২১
হারিয়ে যায়	২২
পূর্ণিমা	২৩
আশা	২৪
নব প্রজন্ম	২৫
এই তো	২৬
মা	২৭
মন	২৮
না-না	২৯
মুক্ত	৩০
জিতু-জয়তু	৩১
হবে	৩৪
তাকিয়ে শিশু	৩৫
দিশা	৩৭
ধূলি	৩৮
দিন	৩৯
মম অঙ্গনে	৪০
শান্তি	৪১
আবর্জনা	৪২
না হয় না	৪৩

প্রিয়	৪৪
আমার গহীন জলের নদী	৪৫
স্বপ্ন	৪৬
সৌজন্যতা	৪৮
একতা	৪৯
দ্বিচারিতা-২	৫০
মনের জোর	৫১
ফাঁকি	৫২
আফ্রিকা	৫৩
আকাশ-২	৫৪
স্বপ্ন-২	৫৫
অস্থায়ী	৫৬
বুদ্ধি-২	৫৭
দার্জিলিং	৫৮
মানবসাগর	৫৯
অপরূপা	৬০
তুমি কী?	৬১
রাজশক্তি	৬২
সত্য	৬৩
মুখোমুখি	৬৫
ক্ষিধে	৬৬
দাঙ্গাবাজ	৬৯
বয়স	৭০
সামনে-পিছনে	৭১
আলো-আঁধার	৭২
চক্রান্ত	৭৩
জীবন প্রদীপ	৭৪
গ্রাম	৭৫
নিরপরাধ	৭৬
জয়-পরাজয়	৭৭
স্নেহ	৭৮
হংস বলাকা	৭৯

কবিতা

১৭.০১.২০১২

জীবনের অর্ধেকটা রাস্তা
রাত ঘুমে নিঝুম,
বিশ্রামগৃহের অতিথিনিবাসে
নিশীথরাতের নিশিদিশাতে
আঁধি আধারের ধূম।
অমাবস্যানিশি, মায়াকুহেলিকা—
পুষ্পসম তুমি অন্ধকালিকা।
আমি ক্ষুদ্র দীন - তুমি বর্ণন বিলীন
হেরো নিদ্রাহারা শশী যামিনী।
মৌনমন্ত্রে রাগিণী রাঙা তানে
ক্ষণে ক্ষণে চিনি
স্তব্ধ বীণার সুর,
হাওয়ার পল্লবে কেঁপে ওঠে বীণা
ব্যর্থ রাতের তারার কাছে।
স্বপ্নের কাঁপনে সময় বয়ে যায়
নিশীথ রাতের শয়নে স্বপনে,
অর্ধেক জীবন কেটে যায়—
আর বাকি যা থাকলো,
সেটাই কর্মক্ষেত্র—সেটাই জীবন।

সৈকত

১৫.০১.২০১২

সাগরের তট মিলে গেছে
মানুষের মোহনায়
সঙ্গীতের সুর উছলে উঠেছে
চাঁদের জোছনায়
মাথার ওপর ধ্রুবতারার ঝিলিক
উৎসবের আঙিনায়
সমুদ্রের ঢেউয়ে আকাশের রঙ
বালুকার কিনারায়।

সমুদ্র কাঁকড়ায় বালির ঘর
উদয়পুরের ঢেউ ভাঁটায়
আর ত্যাজপুরে সাগর মিশেছে
নদীর মোহনায়।

মৎস্যজীবীরা মিলেছে উৎসবে
গঙ্গাদেবীর কামনায়
আর মন্দারমণির আঁধারে নিশীথে
সমুদ্রকণা ঢেউ খেলায়।

সমুদ্রপ্রেমীদের আনন্দে-ছন্দে
দীঘা সৈকত বর্ষায়
মানুষ আর মানুষের পদার্পণে
চলো যাই প্রিয় দীঘায়।

উৎসব

১৪.০১.২০১২

রৌদ্রসন্ধ্যার গোধুলি লগ্নে
গাছের ফাঁকে সূর্যের উঁকি
জঙ্গলমহলের অন্দরমহলে
শান্তির পথের আঁকিবুকি।
হিল্লোল দোলার কলে-কলেবরে
পল্লবিত কেন্দুপাতা
লোধাশুলির বর্ণে ছন্দে
সুললিত বৃক্ষমাতা।
বন জঙ্গলের শালপিয়ালে
মহুয়াদের দোল
কচিকাঁচা পাখির গানে
বাজছে ধামসা-মাদল।
জাগছে লালগড়, হাসছে নয়াগ্রাম
ঝাড়গ্রামে হচ্ছে উৎসব।
উচ্ছাসে উৎকর্ষ ঝিলিমিলিতে
জঙ্গল মোদের গৌরব।

সমুদ্রতট

১৩.০১.২০১২

সমুদ্র সূর্যর ঝিকিমিকিতে
ঢেউ জোছনা হাসছে—
মন্দারমণির সমুদ্রতটে
আলো-আঁধারের খেলায়
সমুদ্রকন্যা ভাসছে।
বালুকণাগুলো তারার মতো
চিকিমিকি করে জ্বলছে।
আর চাঁদ জোছনার
জোছনা আকাশ
ঝিলমিল করে ডাকছে।
রাস্তা জুড়ে সমুদ্রতট জুড়ে
মানুষ শুধু আসছে।
নীরবে নিঃশব্দে শান্তির নিঃশ্বাস
শুদ্ধ বাতাসে ডাকছে।
সমুদ্রতটের নুড়িগুলো
আলোর মালা গাঁথছে।
তোমার আমার চুলের খোঁপায়
শঙ্খ চিরুনি আঁকছে।
ঝাউগাছের পাতার হাওয়ায়
আমি তুমি বাসা বাঁধছি,
মন্দারমণির প্রকৃতি খনিতে
জীবন উৎসব হচ্ছে,
দীঘা-শঙ্করপুর নূতন সাজে
সমুদ্র সৌরভ ভাসছে।

মাপবে

১৩.০১.২০১২

কত ধানে কত চাল
মাপবে?
এসো যাচাই করি,
কাঁপবে।
তেলা মাথায় তেলকড়ি
জমাবে?
এই করেই তো ব্যবসা হলো
ভাববে?
কুৎসার শকুনের ভাগাড়
স্বভাবে?
জীবন যুদ্ধে লড়াই-এর চ্যালেঞ্জ
দেখবে?
ধমকানি ধামাকার উথাল পাতাল
সামলাবে?
না পারলে, কত ধানে কত চাল
মাপবে?

আভিজাত্য

১২.০১.২০১২

আভিজাত্য ! সমাজের
আড়ালে আবডালে
ব্যঙ্গ করে বড্ড।
বলে আমরা খুব বড়
আমাদের ঠিকানায়
তোমাদের জায়গা নেই।
তারা কারা?
আভিজাত্য কী অর্থে?
আভিজাত্য কী বর্ণে?
আভিজাত্য কী সৌন্দর্যে?
অথবা অহংকারে?
ব্যবসার ব্যবহারে?
বা বসন্ত কোকিল আহারে!
আসলে আভিজাত্য
আর আভিজাত্যর বাহারী ফুলে
বৈষম্য অনেক।
আসল আভিজাত্য মানসিকতা,
মনুষ্যত্বের বিকাশ
ও প্রকাশ।
নকল আভিজাত্য
স্বার্থের দাম্ভিকতা
নিয়ন্ত্রণ করার অজ্ঞতা!
রামকৃষ্ণর আভিজাত্য কী ?
স্বামী বিবেকানন্দর?
অথবা
নজরুল ইসলামের?

আভিজাত্য মানুষ তৈরি করে
দাম্ভিকতা তৈরি করে না
অথবা মানুষকে স্পর্শ করে না।
যারা ভাবে অভিজাত
মানে হাইফাই
ও গলার টাই,
তাদের বলি তারাও ভালো
সবাই হাই-ফাই
অনেকে কাজ করে ভালো।
তাদের সম্মান জানাই।
তবে আভিজাত্যর বদনাম ক'রে
ক্ষমতার অপব্যবহার করে
কিছু স্বঘোষিত ব্যক্তি।
যারা আভিজাত্য কৌলিন্য
বলে সবারে চমকায়
কখনও বা ধমকায়।
তাদের বলি, অভিজাত
ও কুলীন তো সবাই নয়
তবে তারা কি মানুষ নয়?
আমাকে এসব স্পর্শ করে না
আভিজাত্য আমার কর্মকান্ডে—
আমি তাকে তোয়াক্কা করি না।
মানুষের আভিজাত্য
আমার চারপাশ ঘিরে
উন্মাদনা সৃষ্টি করে।
স্বঘোষিত আভিজাত্যধারীদের
আমি চমকাই না
তারা আমাকে চমকায়।

ধূলিকণা

১১.০১.২০১২

সকল তারা উঠল ফুটে চন্দ্রকলার মাঝে
ফুটলাম না শুধু আমি,
কারণ, আমি রাস্তার ধুলো—
যে ধুলোতে
আভিজাত্য হয়তো নেই
কিন্তু আছে
প্রাণভরা বিশ্বাস।
আমি রাস্তার ময়লা
কিন্তু সেই ময়লাতে
জন্ম নেয় মানবিকতা।
আমি রাস্তার কালি
কিন্তু সে কালিতে
অমাবস্যায় আঁতুড় ঘর হয় না।
আমি বাস্তব ধূলিকণা
যা সব সহ্য করলেও
সহ্য করে না
অপমান
অথবা
দাম্ভিকতা।
আমি রাস্তার লোক
এটা আমার অলঙ্কার
আমি নীচুতলার লোক
ওটাই আমার জীবন
ওটাই আমার অহংকার।

দর

৫.১০.২০১১

সবে ঘুমটা ঘুম ঘুম করে
আস্তে আস্তে ঘুমের দেশে নিয়ে যাচ্ছিলো
হঠাৎ একটা বিশ্রী আরশোলার আগমন
একেবারে মুখমণ্ডলের ওপরে
হকচকিত নিদ্রা ধাক্কা খেল।
ঘুমটা একেবারে চটপট করে সরে গেলো,
মাথাটা কেমন কিচির-মিচির করতে শুরু করলো
আর চুলগুলোর চারপাশটা
চুলকোতে চুলকোতে চমকাতে শুরু করলো।
নানারকম প্রশ্ন ও উত্তর ঘুরপাক করতে লাগলো।

একটা থেকে আর একটা
এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত মনের মধ্যে
লুকোচুরি করতে শুরু করলো।
প্রথম প্রশ্নটা ভাবালো
ভাবতে লাগলাম
প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলো,
বাজার করতে যাও তো তোমরা দোকানে দোকানে
দরদাম করে জিনিসও কেনো
একবারও কি ভাবো যে
আলুর দোকানে, সবজির দোকানে
মাছের দোকানে, আনাজের দোকানে দর করো

কত দাম? দাম কমাও
কত কমাবো? এই ১৫ টাকা নয়—
৮ টাকায় দাও।
দরকষাকষি চলতেই থাকে —
ফলও ফলে; কোথাও দু'টাকা কমে
কোথাও বা ১ টাকা কমে
ভাবো তোমরা দরকষাকষি করে
কত সাশ্রয় করলে।
দ্বিতীয় প্রশ্ন - জামাকাপড় কিনতে গিয়ে
দরদাম করো, অনেক সময় দাম বেশি বলে
দরকষাকষি করে তাও কমাও
কিন্তু বড় জায়গায় যাও ঘুরতে ঘুরতে
সেখানে, যেখানে দরকষাকষির জায়গা নেই।
কত দাম? লেখা আছে—
সাজানো-গোছানো বাহার সাজানো
কৈফিয়ৎ কিন্তু চাওনা।
১০টাকার জিনিস ১০০ টাকায় কেনো
উত্তর কিন্তু চাওনা।
আলুপটলের দাম করো
কিন্তু সোনা-হীরে-মুক্ত যখন কিনতে যাও
তখন তার তো দাম কষাকষি করোনা
তবে? পাঁচ/দশের তফাৎ-এর মধ্যে
যত দরকষাকষি।
যেখানে লক্ষ হাজার দাম
সেখানে তো এক টাকা কমাতেও বলো না

তবে?
আমরা কি দেখতে খারাপ?
না তোমাদের মনের মাঝারে
একাদশীর জলসাঘর যে
তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ভাবো
আর বড় জিনিস হলে
তা তো পালঙ্কের আয়না
তাই তাদের জন্য না - না
কী তোমাদের আজব ভাবনা!
প্রশ্ন ও উত্তর দিয়েই দিলাম
ভাবোতো, ভাবনাটার গুরুত্ব আছে কিনা?

সম্পদ

৪.০১.২০১২

তোমার চোখের জলের সম্পদ
দাও, আমাকে দাও
ও যে বড্ড দামী সবার থেকে
ঝরতে দিওনা, যত্ন নাও।
তোমার চোখের ঝরা জল
আমার হৃদয়ে আলোকিত
তোমার উপলব্ধির অনুভব
সারা পৃথিবীতে আলোড়িত।
তোমার শিহরণের ঝড়ে
প্রকৃতি মাতা উদ্ভাসিত
তোমার উত্তাল ছোখের মণি
স্বপ্নভোরে উচ্ছ্বসিত।
তোমার একফোঁটা চোখের জল
মাটিতে মুক্তো ফলায়
তোমার চোখের চাউনি
সোনালী স্বর্গ ধরায়।
তোমার চোখের পাতায় পাতায়
হাজার তারার আলো
তোমার হিল্লোলিত চেতনার মাধুর্যে
আমার স্মৃতির আড়মোড়া ভাঙলো।
তোমার-আমার প্রতীক্ষার অবসানে
তুমি ও আমি কে ?
আমার প্রিয় বিবেক ও আবেগ—
'তুমি' — মাতৃভূমি যে!

কুটির

১.০১.২০১২

পর্ণকুটিরে শিহরে শিহরিত হয়ে
ঢুকে পড়েছে পূর্ণিমার চাঁদ
মাটির ছোট্ট কুটিরে।

যখন ঢুকেই পড়েছো চাঁদ
পাহারা দিয়ো তারাদের
জাগিয়ে দিও সূর্যসুন্দর বিবেক
চেতনার রঙ যেন বসন্তে হয় সবুজ।

হৃদয় শতদলের বক্ষ থেকে
মানবিক পুষ্পবৃষ্টি করো
চাঁদের আলোয় ঘুচিয়ে দিও অন্ধকার
দূর করে দিও অমাবস্যার কালো।

সন্ধ্যাতারাকে বালিশ করে
বিছানা পেতে নিও
আর ধ্রুবতারাকে সাথে নিয়ে
মাটির কুটির আলোতে ভরে দিও।

মানুষের পৃথিবীতে নেমে এসে
মাটিকে দেখা দিও
আকাশ মাটিকে একাকার করে
মাটিকে আকাশে ঘর বাঁধতে দিও।

হারিয়ে যায়

১.০১.২০১২

জীবনের ফেলে আসা খাতায়
দিনগুলো সব হারিয়ে যায়।
হারিয়ে যায় মনের ভাষা
হারায় না কিন্তু স্মৃতির বাসা।
রাত জেগে স্মৃতি পাহারা দেয়
মাঝে মাঝেই মাথাটা ভারি হয়ে যায়।
স্বপ্নে স্মৃতি ধাক্কা মারে
ঢেউ সমুদ্রে ঝরে অঝোরে।
সুপ্রভাতের সব সীমানা
ডানা মেলে দেয় নূতন ঠিকানা
সূর্যদেব ঘুম ভাঙিয়ে দেয়
গাছের ফাঁকে রোদ ঝলকায়।
ঘন গৌরবে আসে নূতন শক্তি
এগিয়ে দেয় ভরসা, বাঁচার মুক্তি।
পুরাতন রাত পেরিয়ে আসে নূতন দিন
সবই আসে, ফিরে আসে না
হারিয়ে যাওয়া দিন।

পূর্ণিমা

৩১.১২.২০১২

পূর্ণিমা চাঁদ আগলে রেখো
তোমার আলোর রোশনিকে।
পাহারা দিচ্ছে তারকারা
বন্ধ করোনা দুয়ার তাকে।
পারলে ছুঁতে দাও।
দুর্বল রাত, করোনা আঘাত
চন্দ্রকণার চন্দ্রবিন্দুতে
এ রাত সুন্দর বিদুষী
সে সুন্দরের নিশি বাহারে
পর্ণকুটীরের মনোহরে
একটু চমকে দিও।
বিশ্বপানে ধরার মাঝে
জীবন এসো নূতন সাজে
আকাশ ভরা ভালোবাসায়
স্বপ্নবিভোর নব বন্যায়
পূর্ণিমা তুমি ভাসো।

আশা

৩১.১২.২০১১

ভাবতে ভাবতে সত্যিই এলো
সত্যাবর্তের প্রত্যাবর্তন
পরিবর্তন সংযোজন
নূতনতর আয়োজন।
মাটির গন্ধ
সরল ধুলো
সবুজ ঘাসে
বাতাসে আলো
খোলা হাওয়াতে
লাগছে ভালো।

জাগো বাংলা
জ্বলছে আলো।
আমার স্বপ্ন
তোমার দান
ঘুচে যাক সব
মান-অভিমান
মুক্ত বায়ু
স্নিগ্ধ ভাষা
আগামী ভবিষ্যৎ
বাংলা-ই আশা।

নব প্রজন্ম

২৯.১২.২০১১

নূতন প্রভাতে নূতন সম্ভারে
নব প্রজন্ম জাগবে।
বিফল হবে লজ্জা আঘাত
শিশির কণা হাসবে।।
দুরন্ত যৌবন পবন গর্জে
কদম-কদমে বাড়বে।
শৈলচূড়ায় সাগর বিহঙ্গেরা
কিচির মিচির গাইবে।।
মাটির প্রদীপ ধরার ধূলিতে
জ্বালবে প্রগতি শিখা।
ধর্মে-বর্ণে মিলিত শক্তি
আনবে আলোক বর্তিকা।।
সাজিয়ে নিজের জীবনতরী
নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়বে।
ইচ্ছাশক্তি ও পরিশ্রমে
ছাত্র-যৌবন বাঁচবে।।
নিজের জীবন গড়তে হবে
নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে।
এসো মিলে সবে শপথ নাও
দুর্বলতাকে দাও হারিয়ে।।

এই তো

২৫.১২.২০১১

এই তো এলে
স্নিগ্ধ সকালে
সূর্যপুরের কোলে

কত তাড়াতাড়ি পেরিয়ে গেলে
মেঘের মতো উড়ে চলে
এতো তাড়াতাড়ি দিনগুলো মেনে
চলে যায় শুধু চলে
খুঁজতে গেলেই খেতে হয় হোঁচট
হাসি-কান্নার করতলে।

ফিরে তাকালেই মনে হয় শুধু
তৃষ্ণা বক্ষ জুড়ে
আধো জাগরণে
জীবন চলেছে আধো আধো ঘুমঘোরে
এলো তো নূতন ভোর
পরিবর্তনের জোরে
এক অধ্যায় শেষ করে দিয়ে
নূতন অধ্যায় জোড়ে।

মা

২৫.১২.২০১১

চোখের মণিতে
জমেছে এক ঝাঁক কুয়াশা
অথচ পর্দা দিয়ে
পড়ছেনা জল।

মনের মাঝারে
বিরহ কারার
সর্ব দেহে অশান্ত-অশান্তি
শূন্য অন্তর-বাহার।

অঙ্কনে নেই রঙ
চলছে না তুলি
রেখাগুলো মেঘে ঢাকা
কুয়াশাতে ভরা কালি।

সবই পড়ে আছে
নেই শুধু মা .....!
আমি যে আমার
বড় যন্ত্রণা।

মন

২৪.১২.২০১১

চোখের মণি দুটিতে জমেছে অথৈ জল
কোনওরকম সামলাচ্ছে আঁখি মনের জোরে
মনের মাঝারে বিরহ কারার
সর্বদেহে অশান্ত বেদনা শূন্য ভাঁড়ার।
অঙ্কনে নেই মনের ভাণ্ডারের আল্পনা
আনমনা চিন্তার অগোছালো ভাবনা
কুয়াশাতে ধোঁয়াশা, মোহবেশে ছলনা
শুনে শুনে অবিশ্বাসী বেদনা
নিঃশ্বাসে নেই বিশ্বাস-এর আয়না
শান্তিতে নেই স্বস্তি, শান্তিতে যন্ত্রণা।
কোনও দানে, কেন নেইকো দাতা
না আছে কোনও পবিত্রতা
পূর্ণগ্রাসের চলছে রসিকতা
স্বণরথে ভিক্ষুক, উজাড় হলো মাথা।
মন চলেছে মন গতিতে
ভাবনাতে অথৈ ধাক্কা
সব যন্ত্রণা সংযত হলেও
মন কারও দাসত্ব মানে না।
মন থেকে মন হারিয়ে গেলে
বেদনা হয় যার কূলে
যতই ভাবি ততই দেখি
মা হারিয়ে আমি অশান্ত।

না-না

(আমরির ঘটনায়)

১০.১২.২০১১

আমাকে আর মনে করিওনা
আমাকে ভুলে যেতে দাও
আতঙ্কের আঁতুর ঘরে
চাইনা ফিরতে
চাইনা দেখতে
বিষাক্ত নিঃশ্বাস
শুনতে চাইনা কান্না
না না ..... ?
আর না, আর না
দমবন্ধ দরজা
ভেঙে দাও ওটা
নিঃশ্বাস নিতে দাও ওদের
খুলে দাও জানালাগুলো
ভরে দাও ওদের হৃদয়
ভরা থাক স্মৃতি বিদায়
ভয়ঙ্কর কাহিনী কালরাত্রির।

মুক্ত

৬.১২.২০১১

সুদীর্ঘ পথের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছাসে
হয়ে উঠেছিলো উদ্ভাসিত
দিবসের শেষ সূর্য
সে দেখেছিলো।
যাচ্ছিলো চেতনার ভ্রমণপথে
জমে থাকা ভবিষ্যতের
দরজায় হাঁক দিতে
অবসন্ন সন্ধ্যা ক্লান্তিতে।
বিষাদ বিকীর্ণ মনের বোঝা
ঝেড়ে ফেলতে চায় সে
অবক্ষয় চূর্ণীতে বিশ্বাস নেই
বিশ্বাস করছে প্রগতিতে।

প্রজ্ঞানন্দ ভবনে সে যায়নি
ভাবনার দীর্ঘপথে দীর্ঘস্থায়ী সে
এক চিন্তক জীবন তার
পরিবর্তন এখন ভ্রমণতীর্থ তার।
চিন্তনে-মননে-দর্পণে
টান পড়েছে এই অগ্রহায়ণে
ঝরে পড়েছে হেমন্তে ঝরাপাতা
বসন্তের হোলিতে সে মুক্ত।
নবরূপে আসবে সে
শুভ বৈশাখে
পবিত্র কর্মপণ
তুমি মুক্ত ভবিষ্যতে।

জিতু - জয়তু

৬.১১.২০১১

মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যাওয়া
খালি পায়ের পদধ্বনি
আমার বিবেককে দোলা দিয়ে
নাড়িয়ে দিয়ে গেলো
আর নেই সে
তার মৃতদেহটা এলো,
এলো গান্ধী মূর্তির পাদদেশে
অনেকক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে গেলাম,
মাথাটা আমার নত হয়ে গেলো,
ওই জিতু সিং সর্দার
-এর পায়ের দিকে তাকিয়ে।
পায়ের নীচেটায় একেবারে
এক থাক ধুলো
দীর্ঘদিন পড়েনি তার পায়ে
তেল অথবা সাবান।
একেবারে খরখর করছিলো
চোখ তুলতে পারছিলাম না
হঠাৎ মনে হলো
দেখি তো একটু মুখটা,
দেখলাম মাথার চুলগুলো
একেবারে ধুলোর সাথে মিশে
ধূসর রঙের দেখতে হয়েছে
চোখদুটো স্থির, কিন্তু চকচকে।

মুখের সাদা পাকা দাড়িগুলো তাকিয়ে আছে
চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে
তিনি একজন দরিদ্র নাগরিক।
স্বাধীন দেশের এক লড়াকু অধিবাসী
সে একজন গর্বিত আদিবাসী।
শুনেছি ঘরে নাকি তার একটা
হ্যারিকেনেরও অভাব।
একটা লণ্ঠনের আলোতে
তার জীবন যুদ্ধ ছিলো—
দু-মুঠো স্বাধীন দেশের
ভাত খাবে সে।
আর সমাজের দরিদ্র মানুষদের
সে তুলে দেবে দু-মুঠো অন্ন
মোটা মোটা ভাত।
নাই বা পেলো সে সরু চাল
অথবা দু-মুঠো ভালো খাবার।
মানুষের স্বার্থে তো
বিসর্জন দিয়েছে জীবনের সব
সুখের ফলাহার।
গায়ের রঙটা রোদ্দুরে পুড়ে
হয়েছে একেবারে কালো
একেবারে কালো ঝামার মতো।
কিন্তু এটাই ছিলো তার জীবনের অহঙ্কার
সহ্য হলো না খুনীদের
জিতু সর্দারও নাকি শ্রেণীশত্রু!
হায়! খুনীর দল!

তবে, মিত্রবাবুরা কাদের মিতায়
তুলছেন দরিদ্র মানুষদের চিতায়?
জানতে ইচ্ছা করে বারবার।
কৈফিয়ৎ তো দিতেই হবে।
জিতু সিং সর্দারদের খুন করলে
কি আর লড়াই থামবে?
না, বন্ধু! জিতু সিং চলে গেছে—
পড়ে আছে অজস্র অজস্র জিতু সর্দার
অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে
বিচারের আশায়।
বিচার হবেই - অপেক্ষায় থাকুন।
স্রোতের আবহমান ধারায়
আর প্রকৃতি মায়ের আঁচলের তলায়
মনে রাখবেন, প্রকৃতি মা
সবুজ পৃথিবী বরদাস্ত করে না অন্যায়।
সবুজ শান্তির পৃথিবীর দীর্ঘনিঃশ্বাস
আজ অঝোরে কাঁদছে।
তাঁর কোলের ছেলেকে কেড়ে নিলেন যারা,
শাস্তি তাদের হবেই।
কারণ শান্তিই তাদের বড় শাস্তি।
চাই শান্তি ও স্বস্তি।

হবে

১৭.১০.১১

রাবণ রাত্রির অবসান
হবে কবে?
কদর্যের আক্রমণ স্তব্ধ
হবে কবে?
দিগন্ত গ্লানিতে কাঁদবে না
কখন কবে?
অশ্রুনদীর বর্ষাধারাগুলো
থামবে কবে?
ভাঙা দেউলের দেউলিয়া
যাবে কবে?
নীরব রবি শশী জাগবে
কবে কবে?
নিত্যকল্যাণে শান্তির পূজো?
হবে হবে।।

তাকিয়ে শিশু

১৬.১০.২০১১

ছোট্ট একটা শিশু
নামটি খুব মিষ্টি
চোখের চাউনিতে জিজ্ঞাসা
পদবী মাহাতো, নামটি জয়তী।

এই তো মাত্র ৫ মাস আগে জন্মেছে
বাইরের দিকে তাকানোর সময় কোথায়
এখনও তো সে মায়ের আঁচলে
এক সুখনিদ্রার আশ্রয়ে
জানতেই পারেনি যে তার অগোচরে
চলে গেছে তার ভবিষ্যতের আশ্রয়
তার অতি আপন পিতা,
বাবা- না - সে বলতে পারলোনা তাকে।

লালমোহনের কচি মেয়েটা
তাকে বাবা বলে ডাকবে
মেয়েকে করে তুলবে অনেক বড়
রোজ ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতো সে,
কেন যে স্বপ্ন ভেঙে গেলো,
সেদিন তাড়াতাড়ি রাত ফুরালো
সবে মাত্র ফুটেছে আকাশের আলো
কাজে সে বেরিয়ে পড়লো।
জানতেই পারলোনা তার জন্য অপেক্ষায় আছে
যমরাজ আর তাদের দূতেরা
সারারাত ধরে অনেক মোচ্ছব চলেছে তাদের
সুপারি কিলারদের রক্তের ফলাহারে।

অনেক টাকা পাবে, আর জঙ্গল লুঠবে,
খুনের বদলে অর্থের প্রাসাদ গড়বে.
শ্রেণীশত্রুদের তাই খতম করতে হবে,
প্রতিবাদীরা কেউ থাকবে না।
কেউ প্রশ্ন করবে না মাফিয়াদের
তারা যা ইচ্ছা করবে
লুঠ করবে, খুন করবে
রক্তের হোলি খেলবে
সামনে মুখোশ জনগণের
পেছনে সন্ত্রাস মানুষের ওপর
তাই তো তারা সহ্য করতে পারছিলো না
জয়তীর পিতা, লালমোহনকে
সে যে প্রতিবাদী এক যুবক
মানুষের স্বার্থে লড়াই করে
আর অন্যায় হলেই প্রতিবাদ করে।
সে তো এক অতি সাধারণ হয়েও অসাধারণ।
তাই তো দুমুঠো অন্ন জোগাড় করতে
ভোরবেলায় টিউশান করে।

কে জানতো লালমোহনদের রক্তের ঠিকানা?
কাপুরুষ-এর দল! এর নাম বন্দুক?
খুনের নাম? তোমাদের নেশা?
আমার কলমে তোমাদের জন্য
একটাই ভাষা
এটা রাজনীতির রঙ নয়
এর জন্য রইল ধিক্কার-ফুৎকার-ছিছিক্কার।

দিশা

১৬.১০.২০১১

বিশ্বাস আনে আমার দিশা
হৃদয়ে পিপাশা-শান্তি তৃষা
মেঘের পালঙ্কে বরফই ঊষা
রৌদ্র-ছায়ার ঝলকানিতে তীক্ষ্ম ভাষা।

দুরাশার ধেয়ানে নির্জন বরষা
কুঞ্জদ্বারে বনমল্লিকা নদীর নেশা
হাওয়ার সখা ঢেউয়ের উচ্চাশা
মঙ্গলডোর বাঁধো সংসারের রূপসা।

ধূলি

৮.১০.২০১১

অনাবৃতি এই ধূলির পথ।
ধূসর মনের ধন সম্পদ
ধ্রুবতারা দিশারী মনের উজ্জ্বল আলো
মনের অক্সিজেনে বাতাস ভালো।
বহ্নিবলয় সন্ধ্যাসূর্য তাপে
বাতাসে যে পিপাসার জল
তা তো স্নিগ্ধ হতে হয়।
সব শান্তি তো তরুহীন নয়
অথবা তৃণহীন পাথুরে বন্ধুর নয়
ইস্পাতের কঠিন প্রত্যয়ে
যে দৃঢ়তা ঢেউ তোলে
সে তো হয় মৃত্যুঞ্জয়ী আবেশ
যার দুখ পাথারে
পার্থিব বন্ধুর
বন্ধুত্ব হয় সুমধুর
শূন্য হিয়াতলেও সে
হয় নির্ভয়-দুর্জয়।

দিন

৫.১০.২০১১

দিনগুলো যাচ্ছে চলে
সময় যাচ্ছে পলে পলে
অতীত চলে যাচ্ছে দ্রুততালে
দিন রাত সব যাচ্ছে চলে।

জীবন যায়, জীবন জন্মায়—
পুরাতন যায়, নূতন আশায়
পৃথিবী থাকে, সাক্ষী হয়ে
সেই ট্র্যাডিশান চলছে ধরায়।

মম অঙ্গনে

৫.১০.২০১১

মম অঙ্গনে যদি থাকতো
সুন্দরী-সুরভি-সুগন্ধি নীরব নিলয়
মম দিবস রাত্রি যদি সমাপ্ত হতো
নিখিল ভুবনের বিশ্বজনীন আলোয়।।

আমার হৃদয়ে যদি বইতো উজান হাওয়া
মুক্তির সৃষ্টিছাড়া সুরে গাইতো পাখি
আকাশ থেকে নেমে আসতো চন্দ্র তারা
তবে শান্তিতে জুড়াতো আমার আঁখি।।

ঝর্ণার জল যদি আসতো আমার ঘরে
নদী বয়ে যেতো বিছানার কলেবরে
আঁচলে ধরে রাখতাম জলের স্রোত
ঢেউয়ের ছন্দে ডুবতাম তীর্থজলে।।

যদি বইতো বসন্ত আঁধার মেঘের বক্ষে
প্রভাত হতো বিদ্যুৎ-এর চমকে-ঝিলিকে
যদি ছুটতো হৃদয় উধাও হয়ে বাতাসে
তবে আমি তো হতাম প্লাবিত দ্যুলোকে ভূলোকে।

জগৎ যজ্ঞে আমি তো শিশির-এর ছোট কণা
সর্বদাই আঘাতে-প্রত্যাঘাতে আনমনা।
বাঁধনহারা বৃষ্টিধারাই ঝরঝর করে ঝরি
সবার ভালোতে, আমি ভালো থাকি, না হলে দুঃখে মরি।।

ধূসর জীবনের গোধূলিতে পিয়ালছায়ার বনে
জাগরিত হই, জেগে জেগে থাকি জীবনের প্রতিক্ষণে
প্রাণপরশের পিয়াস আনি আকাশের নীল গগনে
শান্তি ধারায় প্লাবিত হোক সবার হৃদয় মনে।

শান্তি

২৪.০৯.২০১১

আমাকে আকাশের একটা
ছোট্ট একটুকরো ফালি দাও
ওটাকে গড়বো এক শান্ত পৃথিবী
ঊষালগ্নে উঠবে শান্ত সূর্য
ভুবন মাঝে জাগবে আলো
ভরা ভাণ্ডারে শস্য হাসবে আরও
অহংকার আবর্জনার থাকবে না স্তূপ
জ্বলবে সেখানে পবিত্র ধূপ
জীবনখানি দেবো উজাড় করে
জুড়াবে অঙ্গ সবুজ ঝড়ে —।
বিজুলি থাকবে বীণার তারে
নিবিড় ঘন বনে জঙ্গলে
চাপা রৌদ্রর স্বর্ণ ঝংকারে।
দীর্ণতাকে চূর্ণ করে
বিচিত্র সুরের সৃষ্টির কোলে
রইবো পড়ে নদীর কূলে।
সমুদ্রে তুলবো পাথর নুড়ি
ঢেউতে বানাবো নূতন ঘরবাড়ি
পাহাড়ি ঝরনায় স্নান করে নিয়ে
শান্তিতে চলবো জীবন সফরে।।
গাইবে পাখি বাঁশির সুরে
ফুলে-ফলে-পাতায় সুর সঞ্চারে
বরণ করে নেবো ধরিত্রীরে
উদার ছন্দে দুর্বার স্রোতে
বইবে জগৎ শুভ কর্মপথে
করুণাধারার মিলন প্রয়াসে
ধরণী মিশবে শান্তির নিঃশ্বাসে।

আবর্জনা

২০.০৯.২০১১

এ পৃথিবীতে যতোই অন্ধকার জমুক
এ আবর্জনা দূর করতেই হবে।
নিশীথ রাতের বাদল ধারা সামলিয়ে
কচি ঘাসগুলোকে ভালো রাখতেই হবে।

কালো মেঘের কুণ্ডলি থেকে বেরিয়ে এসো
সাদা-আকাশির নীল দিগন্তে আকাশ ভাসো।
কলঙ্ক যার সুগন্ধ, রুদ্র মুখের সুপ্ত আনন্দ
তিলে তিলে তিলোত্তমা দুলোনা পালঙ্কে সানন্দ।

আঙিনাতে খেলবে শিশু, পাখির কণ্ঠে গান,
ধানের ক্ষেতে তীর্থক্ষেত্র, মায়ের আঁচল শান,
শাল-পিয়ালীর পাতার ছায়ায় নীরবে নিঃশব্দে
নাচবে কোয়েল, গাইবে ঊষা আমলকি নাচবে সন্ধ্যে।

চিরকল্যাণী প্রকৃতি ধন্য, ভালোবাসি আমি বন্য-অরণ্য
তুষার-শিশির-বরফ-ঢেউ-নদী-সমুদ্র পূর্ণ
এ পৃথিবী তো তোমার আমার, সবার-সবার জন্য
সুরে-গানে-ছন্দ-তালে পৃথিবী বাঁচে অনন্য।

মরু ও মেরুর আলসেমিতে পথের ধুলোর হাসি
স্তব্ধ রাতের স্নিগ্ধ ছায়ায় সুধাপরশে দিন হয় বাসি।
নিশিরাতের স্বপন ছুটে সকালে পৃথিবী জাগে
ললাট নেত্র আগুন বরণে স্বর্ণপ্রভাত আসে।
দুরভিসন্ধ্যার অভিশপ্ত আবর্জনা পেরিয়ে দীর্ণতাকে ভাঙো
আজও ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে, পৃথিবী শান্তি আনো।

না হয় না

৩০.০৮.২০১১

সব সুরে তো গান হয় না
সব ফুলে হয় না সৌরভ
সব বৃক্ষে থাকে না পাতা
সব মানুষে থাকে না মানবিক মাথা।

সব মণির তলে মণি থাকে না
সব ঘুমেতে আসে না স্বপ্ন
সব অলঙ্কার মানে গহণা নয়
সব আলোতে হয় না ভালো।

সব সন্ধ্যাতেই তারা ওঠে না
রোজ আকাশে দেখা যায় না চাঁদ
জামাকাপড়ে দাগ পড়লে হয় না দাগি
ভাগের মা কখনও হয় না ভোগী।

সব স্রোতে নদী হয় না স্রোতাস্বিনী
সব পাহাড়ে হয় না ঝরনা
সব মেঘেতে চমকায় না বিদ্যুৎ
সব সৌরভে হয় না গৌরব।

প্রিয়

৩০.০৮.২০১১

তাঁর দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ
সে পূর্ণ মন সমর্পিতা।
সেই তো রিক্তা সন্ন্যাসিনী?
ও তো আমার চন্দ্রাভিমানী।
তার পদধ্বনিতে ধন্য ধূলি
ময়ূরের পেখমের মতো সে কপালী
চেহারার জৌলুসে রঙের আকাল
মুখবর্ণে কালির তুলি।

ক্ষুধিত ঘরের আঁধার রতন
প্রদীপের শিখায় মণিকাঞ্চণ
উপেক্ষায় হাসে তরণী হিন্দোলা
সীমাহীন নিরুদ্দেশে দেয় সে দোলা।

সঙ্কেত-শঙ্কিতা সে চিরজীবী মেয়ে
অদৃষ্ট হাসে গগন ধেয়ে
নিশীথ রাতে অত্রি ছেয়ে
পথ চেয়ে থাকে দুঃখিনী মেয়ে।

মলিন বস্ত্রে সে অহঙ্কার শূন্য
শিশির প্রভাতে সে পবিত্র পুণ্য
প্রকৃতির আঁচলে সবুজ ছেয়ে
জানো? সে কে? আমার বড্ড প্রিয় মেয়ে।

আমার গহীন জলের নদী

২৮.০৮.২০১১

মুখের ওপর মেঘ জমেছে কেন?
বর্ষা কেন রোদ্দুরে মন্থর?
কুয়াশার পালকে সবুজ ঘাস ঢাকা
চোখের তারায় কেন নদীর জলস্রোত ?

ভর দুপুরে মেজাজটা যেন খাট্টা
কাঁচালঙ্কায় চোখগুলো সব লাল
চায়ের পাতায় নিমপাতারই সুর
ভাত ঘুমগুলো একেবারে কর্পূর।

শ্রাবণ ধারায় বিরহ হিয়া
অট্টালিকার পালঙ্কে পথ ভিখারিনী
নীরব দেবালয়ে তোমার আরাধনা
চিনতে নারি অশান্ত নিহারি।

রে নীড় হারা কেন বন্ধ আঁখি?
কোন ব্যথা কষ্টপটে ঢাকি?
কেন সুরে এতো বিষ মাখানো?
অশ্রু সাগরে নদীও ঢাকি ?

ও আমার গহীন জলের নদী
ধুইয়ে দাও চোখের জল
স্রোতকে করো গো শান্ত
জীবনকে করো সুকান্ত।

স্বপ্ন

২৪.০৭.২০১১

গরীবরাও স্বপ্ন দেখে
কাঁটার পথে আধার রাতে,
গহন পথে ব্যথার সাথে
রাগিণী শোনে তারা,
নীরব বেশে
হিয়ার রেশে
ধ্রুবতারার ছায়ায়।

ইস্পাতের কঠিন প্রত্যয় নিয়ে
আকাশ খোঁজে ব্যাকুল হয়ে,
সইতে আঘাত জীবন ঝংঙ্কারে
গর্জে বারিধারা,
তবু সে নির্ভয়
বিরহে নয়।
দেখতে চায় তারা হাসির সকাল
ছিন্ন করে শিকল রাত
দুঃখ ব্যথার রক্ত শতদলে
খোলা হাওয়ার তোলা পালে
এগিয়ে যাবেই চলে
রৌদ্র ছায়ার অশ্রুজলে।

ক্ষুদ্র স্বপ্নের স্বর্গ তাহার
শাক-ভাতই খাদ্যের বাহার,
পুণ্য আলোকে তপনে
সৃষ্টিছাড়া লক্ষ্মীহারা মগনে।

দয়া-দাক্ষিণ্য না
জীবন সংগ্রামের অন্বেষণে।
বয়ে চলেছে জীবন যৌবনে
ভাঙছে পাষাণ নব সংস্কোচনে
জাগছে ওরা সম্পদ আহরণে
জগৎ প্লাবিয়া, শীর্ষস্থানে
বিপ্লব পরিবর্তন
উন্নয়নে সন্ধানে।
অবহেলা কাটিয়ে ঊষার প্রাঙ্গণে
ব্যথার কলঙ্ক সরিয়ে জাগরণে
ঘূর্ণাবর্তের সাগর সন্ধানে
চিন্তাজগতের পরিবর্তনে
জরাজীর্ণতার অবসান
পরিশ্রমের অবদান।

জাগছে ওরা, কাটছে মেঘ
উঠছে রৌদ্র, থাকছে না বেগ।
চলেছে ওরা সম্মুখ পানে
সব বাধাকে বেঁধে তুফানে
আত্মপক্ষ সমর্থনে
জীবনের জয়গানে।

অনেক লড়াই অনেক কাঁটা
পথে পড়েছে অনেক বাধা
তবুও যে তারা স্বপ্ন দেখছে
চড়াই-উতরাই পেরিয়ে গেছে
সামনে শান্তি-স্বস্তি
স্বপ্ন হয়েছে সত্যি।

সৌজন্যতা

সৌজন্যতা নয় কাপুরষতা
অথবা দুর্বলতা
সহ্যের বাঁধ যদি ভাঙে কভু
তবে থাকে না বদান্যতা

সৌজন্যতা থাকুক সৌজন্যে
তাকে আঘাত কোরো না
সুজন আর দুর্জনের তফাতে
সৌজন্যতাকে মিলিয়ে ফেলো না।

একতা

আমরা ভারতমাতার সন্তান
আমাদের মধ্যে নেই বিভাজন
হিন্দু-মুসলমান-শিখ-ঈশাহি
শান্তিতে থাকো সব ভাই ভাই।

আমাদের ভারতবর্ষ মহান
মহান ভারতের সব সন্তান
এক জাতি এক প্রাণ একতা
এ দেশ আমাদের বিধাতা।

দ্বিচারিতা - ২

দ্বিচারিতা জীবনের ভাষা নয়
নয় জীবনের আশা
মুখোশের আড়ালে মুখোশ লেখায়
সর্বনাশের সব ভাষা।

আদর্শ যদি হয় চরিত্রগঠন
তবে নীতি হচ্ছে বড় মূলধন
সবাই যদিমুখ ফিরিয়ে নেয়
তবে একাই চলো একেলাপন।

মনের জোর

মানসিক শক্তিই
বড় শক্তি
শক্তি জোগায় মনে

মনের বলই
ভরসা জোগায়
বল জোগায় প্রাণে

মনের জোরেই চলা
প্রতিবাদের ভাষা
ভাষা জোগায় প্রাণে।

ফাঁকি

জীবন পথটা এত দীর্ঘ কেন?
বলতে পারো কি কেউ?
পথের পরে পথ চলে যায়
থামতে পারে কি কেউ?

চলছে চলবে, বলছে বলবে
কতদিন এমন চলবে!
বেশ করেছি, ঠিক করেছি
কতদিন আর বলবে?

সেকাল-একাল অনেক হলো
তফাত কি কিছু আছে!
যখন যেমন তখন তেমন
সুবিধাবাদ চলছে।

আর কতদিন আর কতকাল
কবে এ চলা থামবে?
জীবন পথটায় এত ফাঁকি কেন
কবে এ ফাঁকি কাটবে।

আফ্রিকা

সুন্দরী তনয়া আফ্রিকা
হয়েছে তোমাকে দেখা
তোমার রক্তে আশ্রয় পেয়েছে
কত মৃত্যুর বিভীষিকা।

সাদা কালোর লড়াই করে
হওনি তুমি ক্ষান্ত
পেয়ে ছাউনি মাথার ওপর
স্বাধীনতায় হও শান্ত।

অনেক রক্তে যুদ্ধাঞ্জলি
যুদ্ধের হোক বিরতি
সবাই মোরা মানবজাতি
মানুষের হোক স্বস্তি।

সুন্দরী আফ্রিকা
অফুরন্ত তোমার সম্পদ
আর গর্ব কালো কন্যা
তাদের নিয়েই হও বরেণ্য
ধন ধান্যে হও ধন্যা।

আকাশ - ২

আকাশ তুমি কী লুণ্ঠিত ?
আতঙ্কের শঙ্কায় শঙ্কিত?
চেহারায় তোমার ধূসর ছাপ
ধ্বংসলীলায় তুমি অর্বাচীন
সন্ত্রাসব্রত নিয়ে এলো বিস্ময়
জর্জর হৃদয়-প্রান্ত হল অন্বয়।
চোখ দুটো হলো ঝাপসা
তাকিয়ে দেখি আকাশ উদ্‌ভ্রান্ত
মেঘ মল্লার সবই ক্লান্ত।
কোথায় নক্ষত্রের মালা
ধ্বংস বাজলো আকাশচুম্বী
চুম্বন করলো বিশ্বর বহুতলা।

হাজার হাজার কর্মপ্রাণ
হঠাৎ চিৎকার সব শুনসান
মানুষের চিতা এখন কিংবদন্তী
কল্পনার আসি এখন মাসি
শান্ত আকাশ বুক চাপড়ায়
ধূলিকণা তার নক্ষত্র!
মেঘ নয়, প্লেন-পাখির ধোঁয়ায়
বিষাক্ত আকাশ-দূষণ,
আকাশ-আকাশকে চেনে না এখন।

স্বপ্ন - ২

স্বপ্ন দেখার শেষ নেই
নেই তার সীমানা
লোভ সম্বরণ করো
ভুল করো না।

অস্থায়ী

আসা যাওয়া পথের মাঝে
সবই যখন খালি হাতে
তবে এত বাসনা কেন
চিরস্থায়ী যা নয় এ ধরাতে।

নিশ্চিন্ত তীরের পাশে বসে বসে
মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার থেকে,
ঝড়ের উত্তাল ঢেউয়ের সাথে
লড়াই করে বেঁচে থাকা অনেক সম্মানের।

বুদ্ধি - ২

মাথার উর্বর বুদ্ধিকে
কাজে লাগাতে হলে
বুদ্ধির আনাগোনার মাঝে
মাথাকে রেখো সামনে।

দার্জিলিং

দার্জিলিং দার্জিলিং
তুমি চার্মিং
তুমি ডার্লিং
তুমি কালিম্পঙ তুমি মিরিক
'ঘুম'-এর মাঝে
ঘুমের হিড়িক।
'বাতাসি লুপ'-এর
ঠাণ্ডা বাতাস
কাঞ্চনজঙ্ঘার
কাঞ্চন কন্যা
সুন্দরী তুমি, তুমি বিশ্বধন্যা
তুষার পর্বত
তোমার অলঙ্কার
সুন্দরী দার্জিলিং
কন্যা।

মানবসাগর

ওগো সুদূরপারের দিশারী
সুর সাধনার কাণ্ডারী
ভবপারের ভবমানব গো।

সুর কাননের সুরসাথী
নীলপদ্মে তোমার আঁখি
মাঝদিয়ার মৎস্যকন্যা গো।

চন্দ্র-সূর্য আকাশ ভরা
মানবজাতির সব পরম্পরা
মানব সাগরে জন্ম নিও গো।

অপরূপা

অপরূপা-অনন্যা
সমুদ্রের ফেনা
তটিনীর পারে
ডানা বিছিয়ে
চলেছে সমুদ্রকন্যা
মণি-মুক্তো সঙ্গে নিয়ে
চলেছেন তিনি
নিজেকে সাজিয়ে
সমুদ্র জননী ধন্যা
তুমি অপরূপা-অনন্যা।

তুমি কী?

সত্য, তুমি কী?
তুমি নিভু নিভু কেন?
পরেছ সাদা থান!
তুমি কি এখন ভৈরবী?

তোমার তরী কেন ডুবি-ডুবি!
সত্য হলে মুখোশ খোলো
সত্যি সত্যি সত্য বলো।

রাজশক্তি

দেশের মানচিত্র নয়
এ মানচিত্র ষড়যন্ত্রের
রাজশক্তি রাজতিলক
এ সবই হচ্ছে দম্ভের।
মুখোমুখি নীতির লড়াই
যখন হয়েছে ক্লান্ত
তখন ষড়যন্ত্রের মানচিত্র
তোমার পথনিশানা ভ্রান্ত।
তোমার কোনও পরিসীমা নেই
ভূগোল তুমি জানো না,
ইতিহাস, তোমাকে ভুলে গেছে
ভাবছে কারও ধার ধারে না
তুমিই তোমার শেষ অস্ত্র!
চুলে তোমার পাক ধরেছে
গায়ে তোমার ছলনার নামাবলী
রোজ নাটক দেখছো?

দেখে যাও, দেখে যাও
তোমাকেও চেনা দরকার
দম্ভ তোমার ফুরিয়ে যাবে
রাজা তুমি নও জনতার।

সত্য

মা, তুমি তো বলেছিলে
যে সত্যের জয় হবেই।
তুমি তো কখনও বলনি
হার মানতে অথবা জানতে
কিন্তু মা, সত্যি কাকে বলে?
সত্যিই কি সত্য আছে?
সত্যই তো জানি মানুষ্যত্ব
তবে কেন বিপন্ন অস্তিত্ব!

আলু আলুবখরার
দাম যদি হয় এক
ফাল্গুনি আর পৌষালির
যদি একই পরিচয় হয়
আলো এবং আঁধার
তবে কি একই ঘরে রয়?
সত্য বলে, আমি বড়,
অসত্য বলে, ভাঁওতা
আমি জগতে না থাকলে
কে করত তোমার যাচাই
অথবা বইত তোমার বারতা।
অসত্য বলে, আমি অশ্বত্থ গাছ
আমাকে নড়ানো মুশকিল।

আমার সাথে পাল্লা দিলে
সত্য পাবে না, খালবিল,
সত্য বলে আমি কুয়াশা
একটা শিশির বিন্দু
মিথ্যা বলে আমি দুরাশা
কূচক্রীর বড় ফন্দি।
আসব আমি মায়ের কোলে
স্নান করবো শিশিরের জলে

মনটা নিষ্পাপ সত্য
হৃদয়ে জ্বলবে আলো
সময় নেবে, চিন্তা কিসের
আজ না হয়
কাল তো জানাবো
ধৈর্য ধরো, আমাকে পাবে।
কবে?
এ জনমে দেখা না হলে
পরপারে তো হবেই।

মুখোমুখি

ভয়ঙ্করকে ভয় পেয়ো না
ভয়ঙ্করের মুখোমুখি দাঁড়াও
হৃদয়টা মনে রেখো এক সমুদ্র
নিশীথের দুঃস্বপ্নে বিবর্ণ নয়।

ক্ষিধে

অসুস্থ মা শয্যায় শুয়ে গোঙরাচ্ছে
দীর্ঘদিন ভালো পথ্য পড়েনি,
জামা-কাপড়ও বানানো হয়নি
চৌকির ওপর এক ছেঁড়া মাদুর
এই তো তার দিবা-নিদ্রার বিস্তারা।
পেটে এত ক্ষিধে তার যে
জল খেয়ে খেয়ে তার পেট ভরে না,
জলের বোতলগুলো তার ফাঁকা
মাথার কাছে রেখে দিয়েছে।
মা অপেক্ষা করে কখন খোকা আসবে?

কোনও কোনও দিন খোকার হাতে থাকে খাবার
সাথে শালপাতা মাটির ভাঁড়
খোকার হাতে থাকলেই মা বোঝে
আজ কিছু খাদ্য পেটে ঢুকবে
মা ও ছেলে শালপাতা চেটে খায়।

যেদিন খাবার পায় না খোকা
বিষণ্ণ মুখে মায়ের কাছে বসে
মা বুঝতে পারে, বলে খোকা,
আজ একদম ক্ষিধে নেই রে,
তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল দিবি, বাবা?

খোকা জানে, মা ক্ষিধে চাপছে,
মা বলে, শুয়ে পড় বাবা
বড্ড ঘুম পাচ্ছে, কালকে আবার খাবো
ঘুমোতে পারে না খোকা, লুকিয়ে কাঁদে
সকালে উঠে বেরিয়ে যায় কাজের খোঁজে।

পথে পথে ঘোরে খোকা
কোনও কাজ নেই, ভিক্ষা করে সে
মাত্র কয়েকটা পয়সা ভিক্ষাও পায় না
তাই কয়েকটা পয়সা ভিক্ষাও পায় না
মাকে বলে মা, আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

রাতে শুয়ে খোকা ভাবে, ভিক্ষাও জোটেনা
কাকে বোঝাবে সে, মা খেতে পায় না
মনের দুঃখ সে একদিন
ভিক্ষা করে টাকা, দয়াতে জুটলোও টাকা।

মনের আনন্দে ভালো খাবার কিনে
ফিরে আসে মায়ের কাছে।
খাবার দেখে মা রোজ ওঠে
আজ কেন মা উঠছে না!
খোকা ভাবে, মা ঘুমিয়ে পড়েছে।

খোকা ডাকে মাগো, খাবার এনেছি
দেখো মা, সাথে তরকারি ও ভাজা
কতদিন তুমি খেতে পাওনি তবুও
কখনো আমায় দাওনি সাজা,
ওঠো মাগো, বড্ড ক্ষিধে, পেট আর সয় না।

খোকা দেখে মা আর ওঠে না
মায়ের কপালে হাত দেয় খোকা
দেখে শীতল ঠাণ্ডা কপাল
কাশতে কাশতে মুখ থেকে রক্ত পড়ছে
তবুও মা ঠাণ্ডা অবিচল।

খোকা ভেবেছিলো খাবার আনবে
মা খুশি হবে খেয়ে, ভিক্ষার জন্য
মা মরা ছেলের পোষাক পড়তে হয়েছে তাকে
আর এ কী আশ্চর্য, যার জন্য এ খাবার
সে মা আর নেই বেঁচে, চলে গেছে।

কে খাবে খাবার, কে করবে ভিক্ষা
ভিক্ষা চাইতে গিয়ে সে পেয়েছে চরম শিক্ষা
এ ভুল আর সে করবে না, চায় মায়ের প্রাণ ভিক্ষা
না না আর চাইবে না মা, খাবার
খাবার সঙ্গে আছে, ক্ষিধে নেই আজ মা-র।

দাঙ্গাবাজ

যুদ্ধের চেয়েও বড় যুদ্ধবাজ
দাঙ্গা যারা বাঁধায়
দাঙ্গার চেয়েও দাঙ্গাবাজরা
সমাজকে শুধু কাঁদায়।

ধর্ম-বর্ণ-জাতি বিদ্বেষকে ঘিরে
যে বিদ্বেষের ছড়াছড়ি
শান্তি পায় না, পেতেও দেয় না
মানুষে-মানুষে হয় ছাড়াছাড়ি।

বিশ্বজনীন বিশ্বাত্মবোধ
সংকীর্ণ বোধের ঊর্ধ্বে
মানবিক প্রাণ, মূল্যবান
মূল্যতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

বয়স

জীবনটা কেমন খোলামকুচি
নিজের মতোই চলে
জন্মদিন আসলে মনে পড়ে যায়
কত দিন এসেছি ফেলে।

শৈশব কাটে খুব তাড়াতাড়ি
পড়াশুনার চলে হুড়োহুড়ি
কৈশোরে এসে মনে পড়ে যায়
পার হয়ে গেছে বছর-কুড়ি।

জীবন যখন বুঝতে শেখায়
নিজের জীবন জানতে
অনেক বছর পার হয়ে যায়
নিজেকে পারে না চিনতে।

সময় যখন পাখা মেলে ধরে
মেলে ধরে সাদা পাখনা
সময় ঘড়ি জানিয়ে দিয়ে যায়
বয়সকে ধরে রাখা যায় না।

বছর যখন বিছড়ে যায়
সময় যখন ফুরসত পায়
জীবন ভাবায়, বয়স ডোবায়
সময় চলে গেলো বৃথায়।

মনে পড়ে যায় এই সেদিন
শুরু হলো পরিচয়
জীবন পাপড়ির সূর্যাস্ত আসছে।
এতো তাড়াতাড়ি ? বিস্ময়!

সামনে-পিছনে

সামনে আছি পিছনে আছি
আছি দহন দানে
থেকেও নেই না থেকে আছি
দারুণ অগ্নিবাণে।

খুঁজে নাও খুঁজে নাও
গোঁজ দিও না মনে
না পেলে পেয়ো না চেও না-চেও না
ধরা দেবো না রণে।

যদি পারো কভু ক্ষমা করো প্রভু
অগ্নিবীণার মাঝারে
সামনে আছি পিছনে আছি
থাকবো তোমার দুয়ারে।

আলো-আঁধার

কোথাও আঁধার কোথাও আলো
কোথাও শশ্মানের শান্তি
কোথাও নীরব কোথাও ঝঙ্কার
কোথাও মিটাবে ক্লান্তি

কেউ বা সরব কেউ বা নীরব
কেউ বা দোদুল্যমান
কেউ বা সাজে কেউ বা কাজে
কেউ বা দণ্ডায়মান।

কিছু জানাশোনা কিছু আনাগোনা
সবই পৃথিবী প্রান্তে
কিছু কিছু পাওয়া কিছু রেখে যাওয়া
বিশ্ব গগনানন্তে।

চক্রান্ত

৪ঠা অক্টোবর, ১৯৭২

চক্রান্ত চলছে চক্রান্ত
চারিদিকে চক্রান্তের জাল
মাকড়সার জালও
হার মেনে যাবে
ক্ষমতায় থাকার চক্রান্ত
চক্রান্তের ক্ষমতা।
রং বেরং চক্রান্ত!
শেষ নেই যার,
কোনোদিন কি কেউ জানবে
চক্রান্তের গুরুদেবদের!

মুখের ভাষা যেন
সব বেদবাক্য
চলছে উপনিষদের স্তব
চক্রান্তের মহাভারত
শকুনি পাশা খেলছে
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র গান ধরেছে
দুর্যোধন দুঃশাসন তবলা বাজাচ্ছে
এক্ষুণি হবে উৎসব!
ক্ষমতা দখলের
নিন্দুকেরা বলছে?
না তারা এখন ক্লান্ত
চক্রান্ত! ওরা এখন পথভ্রান্ত।

জীবন প্রদীপ

জীবন প্রদীপ নিভে গেলে
চারিদিকে হইহই
কান্না, চোখে চাওয়াচাওয়ি
কিছু চোখের জল
দুঃখ-ঘৃণা, বিদ্বেষ
মনের মধ্যে রাগ
দীপ নিভে গেল
সব শান্তি। এ যে শ্মশানের শান্তি
যাও ঘুমিয়ে পড়
সব ঘুমিয়ে যাবে।

তোমাকে আর কেউ ডাকবে না।
তোমার পরিজন
খাবারের থালা নিয়ে বসে থাকবে না
তোমার বিছানা তো তোমার সাথে
তোমার শরীরের ধুলো
হয়েছে তোমার সাজসজ্জা
দ্যাখো কোনও সাজের
প্রলাপ নেই
একটু চন্দন, একটা ধূপ
এত অল্পেই
তোমার ঘুম চিরতরে।

তুমি আর জাগবে না।

গ্রাম

সুনীল শ্যামল সুধায় ভরা
গ্রামবাংলায় গ্রাম্যপাড়া।

হৃদয় কুঞ্জের বিত-বিতানে
গ্রাম গড়ে ওঠে গ্রামের টানে।

গ্রামের সম্পদে উৎসরিত
শহর-নগরীর সবপ্রান্ত।

সহজ সরল গ্রামের জীবনধারা
প্রতিভামুখী গ্রাম প্রভাতে ভরা।

সবুজ ধানক্ষেত আর পুকুরে ঘেরা
প্রকৃতির আহ্বানে প্রকৃতি সেরা।

গ্রামের ধূলিকণায় আছে গ্রাম্যঘ্রাণ
ঘ্রাণের গন্ধগহন গ্রাম্যপ্রাণ।

তাই তো আছে গ্রাম্য পিছুটান
গ্রাম যে মোদের স্বর্ণবিতান।

নিরপরাধ

পবিত্র দেবালয়ে একটু থাকতে দেবে
থাকার জায়গার অভাব
এ জগতের সব নিষ্ঠুর কারাগারে
বদলাবে না তো স্বভাব।
দোষ না করেও অপরাধী সাজায়
সে কাপুরুষের দল
তাদের জন্য থাকবে ঘৃণা বিদ্বেষ
যতই হোক তাদের বল।

আলু আর আলুবখরার কি হয়
এক দাড়িতে ওজন?
তাই নিরাপরাধ হয়েও নির্দোষ যারা
তাদের দেখে কজন?

অর্থবল আর পেশিবলের জন্য
সত্য খায় ধাক্কা!
সত্যের জন্য তবু লড়তে হবে
মদিনা থেকে মক্কা।

জয়-পরাজয়

জয়-পরাজয় নিয়েই বাস্তব
হার অথবা জিত এটাই সত্য
বিজয়ীর মালা বিজয় কেতন
পরাজয়ের গ্লানি সমস্যার পথ্য।

কখনো জেতা কখনো হারা
এটাই নিয়ে পথ চলা
শুধু জিতবো, কখনো হারবো না
এ কথা মিথ্যা বলা।

জয়-পরাজয় আবদ্ধ বলেই
প্রতিযোগিতা জন্ম নেয়।
দুটোর মধ্যে একটা বাদ গেলে
যোগ্যতার নেই ঠাঁই।

যোগ্যতার বলে সব সম্ভব
অযোগ্যরা বলে কঠিন
যোগ্যতার বিচারে চেষ্টা করলে
অসম্ভব হয় সম্ভব রুটিন।

স্নেহ

স্নেহ করো স্নেহা
দয়া করো দোয়া
স্নেহমায়া হোক
ভালোবাসার ছোঁওয়া

স্নেহ আর ভালোবাসা
মানবজগতের ভাষা।
অপার স্নেহের আশা
আপ্লুত আলোক দিশা।

ধর্ম ও বর্ণের মিলন
এ মাটির বড় ধন।
সবাই সবার মানিক রতন
জগৎ জুড়েই যে ভুবন।

হংস বলাকা

দিনান্তবেলায়
হংস বলাকা
মেলে ধরে পাখা
সন্ধ্যার আগেই
হয় শেষ কেকা।

হংস বলাকা
জোটবদ্ধ
সব চলে সাথে সাথে
প্যাঁক প্যাঁক
দ্যাখ সবাই দ্যাখ

হংস বলাকা
উড়ে যায় সবে
খেলতে খেলতে
শূন্যে উড়তে
শ্বেত চাদরে ঢাকা

হতাম যদি
হংস বলাকা
যদি হতাম কেকা
হয়তো জীবনসুন্দর
উড়ে যেতাম একা।

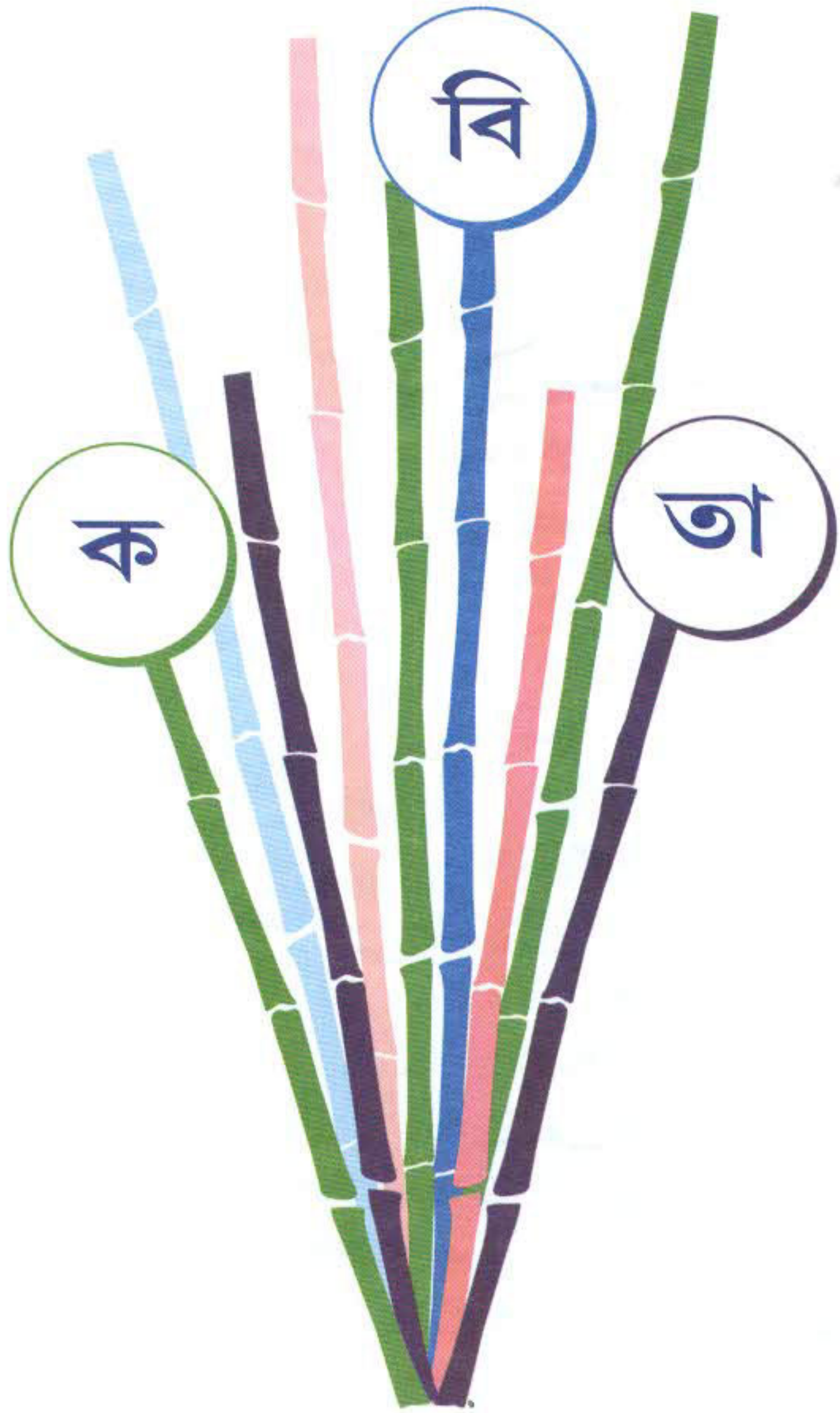
বি
ক
তা